Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২, সোমবার, ৯ আশ্বিন, ১৪২৯

নতুন চিঠি-র শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ৪৫ বছর অতিক্রান্ত করে ধারাবাহিকভাবে 'নতুন চিঠি' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নতুন চিঠির শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল আজ। নানান আর্থিক প্রতিকূলতা থাকলেও বর্ধমান থেকে ভালো মানের শারদীয়া পত্রিকার প্রকাশে কোনো ছেদ ঘটেনি। সকল বক্তাই নতুন চিঠি-র প্রশংসা করেন। তাঁদের বক্তব্য শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কারও কাছে মাথা নত করেনি 'নতুন চিঠি'। অনেক শুভানুধ্যায়ী আর্থিক সাহায্য করে নতুন চিঠি-কে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সরকারি, বেসরকারি বিজ্ঞাপন নেই। অথচ মাথা উঁচু করে সাপ্তাহিক নতুন চিঠি-র ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। বর্ধমান জেলা তথা রাজ্যেও সমান কদর আছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নতুন চিঠির সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন, মার্কসবাদী গবেষক হরিহর ভট্টাচার্য্য, সমাজকর্মী সৈয়দ হোসেন, অচিন্ত্য মল্লিক, নতুন চিঠির অরুণ মজুমদার, গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন দিনেশ ঝা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নতুন চিঠির শিবানন্দ পাল। দ্বিতীয় ভাগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শহর শাখা পূজন সেনগুপ্তর নেতৃত্বে সঙ্গীত পরিবেশন করে। নতুন প্রজন্মের সব্যসাচী রায়চৌধুরী, অদিতি বোস সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলের মন জয় করেন।

বিদ্যাসাগরের ২০৩ তম জন্মদিবস পালন

জাগরী ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন 'বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র'-র পড়ুয়ারা।

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছানি অপারেশন করিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারালেন ১৫ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছানি অপারেশন করতে গিয়ে তিন দিনে দৃষ্টিশক্তি হারালেন ১৫ জন। এমনই অভিযোগ রোগীদের পরিবারের। একসঙ্গে ২৮ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করার পর ১৫ জন সংক্রমিত হলেন। হারিয়ে গেল তাদের দৃষ্টিশক্তি। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ঘটনার মানুষ কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রাজ্য সরকারকে। কেন এমন ঘটল তা তদন্ত করে দেখার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে হাসপাতাল অধ্যক্ষ, সুপারের কাছে স্বাস্থ্য দপ্তর জানতে চেয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মাস খানেক আগে। চোখের আলো, প্রকল্প টার্গেট ফুলফিল করতে গিয়ে একসঙ্গে অনেককে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানোর জন্য সংক্রমণ ঘটেছে বলে জানা যায়। বিপদ বুঝে কাকপক্ষী যাতে টের না পায় তাড়াহুড়ো করে কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় মাইক্রোবায়োলজি টিম তৈরি করে কোথা থেকে ছড়ালো সংক্রমণ তা চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য ভবনকে জানাতে হয়। সংক্রমণ কমানোর জন্য সেই কাজ করা হয়নি বলে অভিযোগ। পরিবারগুলি পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে একসঙ্গে অনেক রোগীকে ঢোকানো হয়েছিল। যাদের চোখে ছানি অপারেশন করা হয়েছিল সবারই বয়স ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে এই অল্প বয়সেই তারা চোখের আলো হারালেন সরকারি অবহেলায়।

ডাক্তারদের মত অনুযায়ী একটা ছোট অপারেশন থিয়েটারে বেশি সংখ্যক রোগীর অপারেশন করলেই সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে দিন কী হয়েছিল? রোগীদের মত অনুযায়ী লাইগেশন অপারেশন করার পর কারো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে সন্তান গর্ভে আসে তার জন্য সরকারকে ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারকেই দায় নিতে হবে। চোখের আলো প্রকল্পের ছানি অপারেশন করতে গিয়ে এতগুলো মানুষের দৃষ্টিশক্তি চলে গেল কেন? তার উপযুক্ত তদন্ত হোক এই দাবিতে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় গরীবের চোখ এতই সস্তা যে তাদের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম মানা হবে না?

কালনা শহরে প্রথম কর্নিয়া সংগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ öçö`VÄ¥ û: পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কালনা বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রথম কালনা শহর থেকে চোখের কর্নিয়া সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক আশুতোষ পাল জানান, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম কালনা শহর থেকে সরাসরি কর্নিয়া সংগ্রহ করার। কিন্তু আমাদের সেইভাবে কোন টেকনিশিয়ান না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষে শান্তিপুরের 'মরমী' নামক একটি অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় কর্নিয়া সংগ্রহ সম্ভব হলো। কালনা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কবিতা মুখার্জির মৃত্যু হলে তার পরিবার-পরিজন কর্নিয়া দিতে সম্মতি জানান। সেই মতো তার বাড়িতে গিয়ে চোখের কর্নিয়া সংগ্রহ করেন 'মরমী অর্গানাইজেশন' যুক্ত থাকা টেকনিশিয়ান রঘুনাথ কর্মকার।

'নতুন চিঠি'-র গ্রাহক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শারদোৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। উৎসবের দিনগুলি আনন্দমুখর হোক। —কর্মাধ্যক্ষ

শারদোৎসব উপলক্ষে আগামী ১ হতে ১০ অক্টোবর 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। স্বাভাবিক কারণে ৩ অক্টোবর ও ১০ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৭ অক্টোবর। —কর্মাধ্যক্ষ

সিআইটিইউ-এর ১১তম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে মেমারিতে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারী : সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা ১১তম সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটির উদ্যোগে মেমারি চকদিঘি মোড় সংলগ্ন সিআইটিইউ কার্যালয়ের পাশে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো মেমারিতে। সেমিনারের মুখ্য বিষয় ছিল 'নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও শ্রমিকশ্রেণির বর্তমান অবস্থা'। সেমিনার সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিজিৎ কোঙার। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অর্ণব ভট্টাচার্য। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য সনৎ ব্যানার্জী। এই সেমিনারের পর ওই মঞ্চে সান্ধকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচক বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই তাদের নিজেদের স্বার্থে সরকার পরিচালনা করছে। গরিব শ্রমজীবী মানুষের কথা কেউই ভাবছে না। ফলে অনাহারে দিন গুজরান করতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে।

ঋণগ্রস্থ কৃষকের বধূ আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ সেপ্টেম্বর : এবছর আলু চাষ করে ঋণগ্রস্ত হওয়া কৃষকের বধু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন। মৃতা রিনা মল্লিকের (৩০) বাড়ি কালনা থানার মেদগাছি গ্রামে। গতকাল রাতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে কালনা হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আজ মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়। এদিন প্রতিবেশী ফটিক পণ্ডিত জানান, রিনার স্বামী কৃষ্ণ মল্লিক ৯ বিঘা জমি ঠিকা নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন। চাষ করতে গিয়ে বাজার থেকে বহু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আলু ফলিয়ে সব ঋণ শোধ করে দেবেন। কিন্তু অকালবৃষ্টির কারণে দু-দুবার আলু লাগাতে গিয়ে ঋণের উপর ঋণ নিতে হয় তাকে। কিন্তু এবছর স্বাভাবিকের থেকে ফলন অনেক কম হওয়ায় লাভ তো দূরে থাক, উৎপাদন খরচটুকুও ওঠেনি। ফলে ঋণও পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। আলু ওঠার পর থেকে মহাজনরা ঋণের তাগাদা শুরু করেন। এদিকে সংসারে স্বামী স্ত্রী, দুই ছেলে মেয়ে এবং মা-বাবা রয়েছেন। তাদের মুখেও অন্ন তুলে দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। রীনার মা বাবার বাড়ি কালনা শহরের কালীনগর পাড়ায়। সেখান থেকেও কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হতো বলে দাবি ফটিক পণ্ডিতের। শেষ পর্যন্ত তাগাদারদের উৎপাতে এবং সংসার চালানোর তাগিদে কৃষ্ণ মল্লিক বর্ধমান শহরে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে চলে যায়। সেখানে থেকেই কাজ করত সে। সংসারের এই হাল দেখে খুবই হতাশায় ভুগতে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর দুজনেই। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের সামনেই বলে ফেলতো আমাদের মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ নেই। শেষে ২২ সেপ্টেম্বর রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলো বধু রীনা মল্লিক। সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল সিকদার বলেন, ফসলের দাম নেই অথচ কৃষি উপকরণের দাম আকাশ ছোঁয়া। তাই চাষ করে লাভ না হওয়ায় কৃষকরা ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। আর সেই ঋণ মুক্ত হতে কৃষকরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন।

ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ সেপ্টেম্বর : রক্তদান শিবির, স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় প্রয়াত ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে। কালনা শহরের ফটকদারে অনুষ্ঠিত এই স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করে ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী স্মৃতি রক্ষা কমিটি। সংগঠনের সভাপতি সঞ্জীত ব্যানার্জির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা এই অনুষ্ঠানে ১৪ জন যুবতিসহ ৭৮ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। স্মৃতিচারণা করেন নদিয়া জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সৌমেন মাহাতো, অলোকনাথ রায় প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সুকান্ত কোনার, সুকুল শিকদার, অরুনাভ চক্রবর্তী, স্বপন ব্যানার্জি, আলিম শেখ প্রমুখ।

নতুন চিঠি

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

সকলকে সমবেত হতে হবে

দু'দশক আগে ভারতের ইতিহাসে জঘন্যতম গুজরাট দাঙ্গার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু গণহত্যার যে ঘটনা ঘটানো হয়েছিল সেটাই গুজরাটে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিভাজনের পাকাপোক্ত প্রাচীর গড়ে দিয়েছিল। বিভাজনের সেই প্রাচীরের ভিতে মোদী-শাহরা দেশজুড়ে গড়তে চেয়েছেন হিন্দুত্বের শক্ত বুনিয়াদ। কর্পোরেট পুঁজি এগিয়ে এসে দুহাত উজাড় করে সহযোগিতা করেছে তাদের, ফলে মোদী সরকারের হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিযান গতিশীল হয়েছে। আর.এস.এস-এর কর্মসূচি সফল করে চলছে মোদী সরকার। দেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বহুত্ববাদী সামাজিক চরিত্র ধ্বংস করে এই সরকার অন্ধ বিশ্বাস, পশ্চাদপদ অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব চিন্তার অন্ধকার মানুষের মগজে রোপণ করতে চায়; মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন এতোদিন দেশজুড়ে যেটুকু কার্যকর ছিল, তাকেও তারা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। ভারতীয় সমাজে উগ্রতা, অন্ধতা, হিংস্রতা, অমানবিকতা, সংবেদনশীলহীনতা গ্রাস করছে তাদের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে। সেজন্য শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ছে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপূর্ণ এই গতিমুখ শুধুমাত্র কর্পোরেটদের স্বার্থ পূরণের জন্য। মানুষকে ধর্মান্ধতায় ডুবিয়ে, ঘৃণা আর বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি করে মূল সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে পুঁজির শোষণকে তারা বাধাহীন করতে চায়। বেকারি হু হু করে বাড়ছে, কর্মসংস্থান বলে কিছু নেই। মোদী-শাহর দোসর হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকার। রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারকেই দূর করতে ডাক উঠেছে দেশজুড়ে, সেই লড়াইয়ে সকলকে সমবেত হতে হবে।

বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীকে খুনের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদীকে চিঠি দিয়ে খুনের হুমকি দেবার ঘটনায় ২২ সেপ্টেম্বর বর্ধমানে তদন্তে এলো পাটনা পুলিশ। বর্ধমান থানার সহযোগিতায় বিহারের পাটনার কদমকুঁয়া থানার সাব ইন্সপেক্টার সন্তোষ কুমার চিঠির প্রেরক বর্ধমান আদালতের ল'ক্লার্ক চম্পা সোম-কে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তদন্তকারী অফিসারকে চম্পা পরিস্কার জানিয়ে দেন, তিনি কোনো চিঠি কাউকে দেননি। যাকে চিঠি দেওয়ার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তিনি তাকে চেনেনই না। এমনকি তিনি নিজে ইংরাজি লিখতে জানেন না। সুতরাং সুশীল মোদী-কে তিনি জানেন না। কেন তাঁকে তিনি এই ধরনের চিঠি দিতে যাবেন। জিজ্ঞাসাবাদের পুরো বিষয়টি ভিডিওগ্রাফি করে বিহার পুলিশ। সূত্রের খবর যে দিন, যে সময়ে চিঠি পোস্ট করা হয়েছিল এবং সেই সময়ের আগে ও পরের পোস্ট অফিসের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ তদন্তের স্বার্থে পাওয়ার জন্য পোস্টাল বিভাগের আধিকারিকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসার। জেলার পুলিশ সুপার কামনাশীস সেন বলেন, 'একটি হুমকি চিঠি প্রসঙ্গে পাটনা পুলিশ তদন্তে এসেছিল। আমরা তাদের সহযোগিতা করেছি। এর বেশি এবিষয়ে আমাদের কোন ভূমিকা নেই।'

সংবাদ মাধ্যমের সামনে এদিন চম্পা সোম বলেন, ''সুশীল মোদিকে চিনি না, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি একজনকে সন্দেহ করছি। যে এই ধরনের কাজ করতে পারে। তার নামও আমি পাটনা থেকে আসা পুলিশকে বলেছি।'' এদিন তদন্তকারী অফিসার চম্পার রায়ান গ্রামের বাড়িতেও যান। সেখান থেকে বর্ধমান হেড পোস্ট অফিসে গিয়ে ১৬ অগাস্ট স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাটনার রাজেন্দ্রনগরে সুশীল মোদীর ঠিকানায় যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেই বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি। আইনজীবী সুদীপ্ত গুপ্তের ওপর সন্দেহের তীর। তিনি ইতিমধ্যেই ভুয়ো চিঠির দায়ে জেলে। তিনি এর আগেও অনেক অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত।

'ফটোগ্রাফি একটি পেশা' বিষয়ক আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান উদয়চন্দ মহিলা কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের উদ্যোগে ফটোগ্রাফি বিষয়ক একদিবসীয় কর্মশালা আয়োজিত হলো। ২১ সেপ্টেম্বর মহাবিদ্যালয়ের এ.পি.জে. আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে এই কর্মশালায় কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। 'ফটোগ্রাফি অ্যাজ এ কেরিয়ার' শীর্ষক এই কর্মশালায় ফটোজার্নালিজম এবং পেশাদার ফটোগ্রাফির বিভিন্ন দিক নিয়ে হাতে-কলমে আলোচনা হয়। পেশাদার ফটোগ্রাফার প্রিয়াঙ্কা রায় এবং সাংবাদিক সুজাতা মেহেরা অতিথি বক্তা হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ঋষিগোপাল মণ্ডল জানান, সাংবাদিকতা শিক্ষার পাশাপাশি পড়ুয়াদের কেরিয়ার গঠনে সুবিধা হয় এমন আরও পেশামুখী

বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও কর্মসূচি করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। এদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. বাণীব্রত গোস্বামী। ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মৈত্রী শী, সাংবাদিক সুপ্রকাশ চৌধুরী, চিত্রগ্রাহক রণজিৎ দে সহ অনেকেই। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

প্রকাশিত হল নতুন চিঠি শারদ-২০২২

প্রবন্ধ

প্রকাশ কারাত : হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-মতাদর্শগত লড়াই গড়ে তুলতে হবে
মদন ঘোষ : তেভাগার ৭৫ বছর এক অনন্য ইতিহাস
শ্রীদীপ ভট্টাচার্য : ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর
আভাস রায়চৌধুরী : অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক সবকিছুর নির্ধারক?
অমল হালদার : উদয় স্মরণে কিছু কথা
অচিন্ত্য মল্লিক : বামফ্রন্ট সরকার—গর্বের ৩৪ বছর
বিভাস সাহা : পুঁজিবাদের সংকট, পৃথিবীর সংকট
শান্তনুকুমার ঘোষ : হে বধির, অবিধিবদ্ধ বিশ্ব! হও বাঙ্ময়
হরিহর ভট্টাচার্য : ফেলে আসা ইতিহাস—অশ্রেণিগত সত্তা ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন
শিবানন্দ পাল : রবীন সেন : শতবর্ষের সীমানায়
শ্যামসুন্দর বেরা : রামমোহন রায়ের জীবনকথা
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় : গ্রেগর মেন্‌ডেল্ স্মরণে : জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী
রীনা মিত্র : সার্ধশতবর্ষে স্মরণ : সরলাদেবী চৌধুরাণী
গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী : আসানসোলের হান্টারওয়ালী স্বাধীনতা-সংগ্রামী কয়লাখনির মজুরদরদী বিমলপ্রতিভা দেবী
কল্যাণী ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগরের দাম্পত্য জীবন
দেবেশ ঠাকুর : সত্যজিতের ছবি : গানগপ্পো
বিধান রায় : রাধারমণ মিত্র ঃ দীর্ঘজীবনে পেয়েছিলেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগৎ
প্রসেনজিৎ চৌধুরী : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর জ্যোতি বসু ও পাক সেনা বিরোধী যুদ্ধের পরিকল্পনা

কবিতা

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সলিল ভট্টাচার্য পার্থ রাহা মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মলয় রায় নলিনীরঞ্জন সরকার কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রসুল করিম শ্যামলবরণ সাহা শেখ জয়নাল আবেদীন পম্পা দাস কান্ত সঞ্চয়িতা কুণ্ডু বিপাশা চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ সরকার মৌসুমী মুখোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) যযাতি দেবল সূর্য মণ্ডল পরেশ ঘোষ সায়ন্তনী ভট্টাচার্য অশোক অধিকারী কঙ্কণ সরকার বিকাশ বিশ্বাস অরূপ আচার্য পান্নালাল মল্লিক গৌরী সেনগুপ্ত তড়িৎ কুমার ভাদুড়ী দ্বারকানাথ দাস গৌতম হাজরা মিলনেন্দু জানা দেবাশিস প্রধান আশিস পাত্র কালিদাস ভদ্র কুশল দে সুনির্মল কুণ্ডু রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক সত্যজিৎ ভট্টাচার্য অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় অনিল দাঁ দিশা চট্টোপাধ্যায় সজল শ্যাম শ্যামাপদ রায় কুমুদবন্ধু নাথ গিরীন্দ্রনাথ চাকী মাহমুদ কামাল

গল্প

রত্না রশীদ : অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনজাতির মিথস্, লেজেন্ডস্ ও ফেবলস্
রূপক মিত্র : বালিঘাটের সুড়ঙ্গ
কাকলি ঘোষ : একটি অরাজনৈতিক গল্প
চন্দন নাথ : ছুঁই

প্রবন্ধ

অভিজিৎ ঘোষ : ১৮৪৮-এর আগে তরুণ কার্ল মার্কস
অনন্য ভট্টাচার্য : ভ্যান গঘ : এক উপেক্ষিত শিল্পীর বৃত্তান্ত
সৈয়দ হোসেন : বর্তমান সময়ে গ্রামে শ্রেণী সংগ্রাম ও আমাদের কাজ
সলিল আচার্য : রথের রশি
পার্থ মুখার্জী : প্রসঙ্গ গণতন্ত্র
সেখ সাইদুল হক : ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন ও বর্তমান ভারত
কৌশিক লাহিড়ী : ধর্মান্ধতা একটি মানসিক অসুখ
সুকান্ত ভট্টাচার্য : রাজ্যপাল বিতর্ক : কিছু ভাবনা

প্রবন্ধ

অরবিন্দ দাশ : কাচের ভুবন
অপূর্বরতন ঘোষ : পৃথিবী না প্লাসটিক?
শ্যামল চক্রবর্তী : স্ট্যানলি কোহেনের একশো বছর
গীষ্পতি চক্রবর্তী : কোভিডের বাইরে আরও কিছু

কবিতা

রীতাবসু (ধর) অভিজিৎ দাশগুপ্ত পরিমল ঘোষ সুকমল ঘোষ সুব্রত চেল নরেশ মণ্ডল অতনু গড়াই শ্রীপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় দেবব্রত হাতী মলয়কান্তি মণ্ডল সমর সাহা জাহির আব্বাস অমল কর তপন দাস বিশ্ববন্ধু অপর্ণা দেওঘরিয়া ব্যানার্জী তপন পাল সঞ্জয় লাহা সৌম্য দত্ত বিশ্বজিৎ মণ্ডল গোপা সরকার মজুমদার বর্ণালী ভৌমিক দে গৌতম সাহা সৌরভ দত্ত আমির উল হঁ

প্রবন্ধ

ভব রায় : জমি-জিরেত-মাঠ-ডাঙ্গা-পুকুর-দিঘি : নাম চিহ্নের উৎস সন্ধানে
রঙ্গনকান্তি জানা : সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কারের শতবর্ষ এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার কি অপরিহার্য ছিল?
মনামি দত্ত ও গোপা সামন্ত : বন্ধ চা-বাগানের অন্দরমহলে
পঙ্কজ রায় সরকার : মিশনারি না রেভ্যুলেশনারী?
সুকৃতি ঘোষাল : অনিশ্চয়তা তত্ত্ব ও সাহিত্য

গল্প

তপোময় ঘোষ : মোড়লদীঘির গাঢায়
দেবাশীষ চক্রবর্তী মিড-ডে মিল
শিবানী পাল : মা
মনামী ঘোষ : মহাভারত

ভ্রমণ

সত্যদর্শন দত্ত : চিনদেশের অন্যতম বিশ্বঐতিহ্য : সিয়ানের 'টেরাকোটা আর্মি'
অশোক মজুমদার : অরুণ আলোর দেশে
বিলাস চ্যাটার্জী : আটপৌরে বর্ধমানের রোমাঞ্চ বিলাস [বর্ধমানের এডভেঞ্চার স্পোর্টসের পটচিত্র]
প্রণব ভট্টাচার্য : সে এক সব হারানো গ্রামের কথা

কবিতা

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস প্রভাত ঘোষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় অরুণ মজুমদার তন্ময় ভট্টাচার্য শ্রীজাতা কংসবণিক নিত্যানন্দ দত্ত মুরারী মণ্ডল আবির্ভাব ভট্টাচার্য শিবম সেন বিশ্বনাথ নায়েক বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় সুবীর মজুমদার অজয় কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী অমিত বাগল দীপঙ্কর বিশ্বাস তাপস মিত্র গৌতম তালুকদার সুচরিতা চক্রবর্তী তাপস রায় বাসুদেব পাল রেণুকা মুখোপাধ্যায় রবীন বসু শঙ্কর ঘোষ পঙ্কজ পাঠক অতনু ঘোষ শ্রাবণী গুপ্ত লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

গল্প

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় : মাৎস্যন্যায় ও একটি ভয়ংকর রাত
স্বাতী ঘোষাল : কলিং বেল

প্রবন্ধ

সন্দীপ লাহা : জাফর পানাহি : চিত্তমুক্তি ও চিত্রমুক্তির আপসহীন যোদ্ধা

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বাংলাদেশ সফর

অরবিন্দ সরকার

—গত সংখ্যার পর

পাবনা থেকে এসেছিলেন সাহিত্যপাগল মানুষ মানিক মজুমদার। আলাপ হয়ে ভীষণ ভালো লাগল। তাঁর ৪৭তম জন্মদিনকে মনে রেখে একটি সুন্দর বই বেরিয়েছে। সেটি উপহারস্বরূপ পেলাম। কত কিছু জানতে পারলাম। আগরতলার গৌরাঙ্গদা, আশিসদা, মুজাহিদ রহমানদা, নিয়তিদি, মৃণালদা, পূর্ণিমাবৌদি—আলাপ হয়ে ভালো লেগেছে। গীতিকার শ্যামলকান্তি দে-র সঙ্গে আলাপ হল। ভীষণ ভালো লাগল। আগরতলার বিশিষ্ট তরুণ কবি পান্থ দাস-এর সঙ্গে আলাপে। ভালোবাসার ছোঁয়া পেলাম। সে আমার অনেক ছবি তুলেছে। দেখা হয়েছে শ্রীমতী রাহার সঙ্গে। সুন্দর গানের গলা। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

এ কদিন কবি জেসমিন বন্যা ও তাঁর স্বামী রাতের ভুরিভোজে আমাদের আপ্যায়ন সুন্দরভাবে করলেন, আমরা সকলেই ছিলাম, ছিল বাংলাদেশের কবিরাও। সুরসিক কবি আসলাম সানি আমাদের নানা গল্পে ভরিয়ে রাখলেন। সুবক্তা এবং গানের গলা চমৎকার। ওনার সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে হলদিয়ায় সাহিত্য উৎসব ও কলকাতায় দেখা হয়েছে। দেখা হল আমার বিশেষ ফেসবুক কবি বন্ধু রোকসানা সাথীর সঙ্গে। উভয়ে আমরা খুশিতে দুলে উঠলাম।

শেষ পর্যন্ত আমরা পয়লা আগস্ট জলপথে রাতের জাহাজে বুড়িগঙ্গা থেকে 'মানামী' নামের স্টিমারে উঠলাম। স্টিমার ঘাট দারুণ লাগলো। আলোয় ঝলমল করছে। উদ্দেশ্য মরমী কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মভূমি বরিশালে যাচ্ছি। ভিতরে ভিতরে স্নিগ্ধ উত্তেজনা। আমরা স্টিমারে তেতলায় কেবিনে। আমরা ছিলাম—বিধানেন্দুদা, বরুণদা, দিলীপদা, আরিফ নজরুল দা ঢাকায় থাকেন। চমৎকার কবিতা লেখেন এবং ঢাকায় একটি প্রকাশনা সংস্থা চালান—যখানে থেকে বহু কৃতী কবি সাহিত্যিকদের বই প্রকাশিত হয়েছে। আর এই সামান্য কলমচী। সর্বোপরি রয়েছেন আমাদের গাইড বরিশালে যাঁর জন্ম, থাকেন এখন ঢাকায় বিশিষ্ট সুলখক কবি অর্ণব আশিক (মহম্মদ হুমায়ূন কবীর)। ভীষণ মিশুকে। কর্মসূত্রে সচিব হিসেবে দীর্ঘদিন ছিলেন। জীবনানন্দ দাসের পাড়াতেই তাঁর সাবেক বাড়ি। মায়াবী রাতের নদী দেখতে দেখতে চলছি। স্টিমারের তেতলার বারান্দায় আমাদের প্রচুর ছবি তোলা হল। তুললেন সুনিপুণ ক্যামেরাম্যান কবীরদা। আমরাও সকলে সে কাজে একটু-আধটু হাত দিলাম। বরুণদা অনেক সেলফি তুললেন।

স্টিমার মনামী অবশেষে ভোর পৌনে চারটা নাগাদ বরিশাল নদী বন্দরে পৌঁছে দিল। বুড়িগঙ্গা, সাতলাক্ষ, আড়িয়াল ঘাঁ মেঘনা, পদ্মা পেরিয়ে এলাম। রোমাঞ্চকর জার্নি।

বেলা দশটা নাগাদ আমরা সি.এন.জি করে পৌঁছলাম কবি জীবনানন্দ দাশ যেখানে থাকতেন। 'ধানসিড়ি' বগুরা রোড, বরিশাল বাড়িতে। বাড়ি ঘর দোর নেই। ফলক রয়েছে। আমরা ফটো তুললাম। পাশে রয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি মিলনায়তন ও পাঠাগার। পাশে খাল। এখন পাকা রাস্তা। এই খালের ধারে বসে থাকতেন প্রায়ই কবিবর। যে রাস্তা দিয়ে এলাম এখানে। সে রাস্তায় কবি এক সময় হেঁটে বেড়িয়েছেন জেনে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। বরিশাল বাসস্ট্যান্ড থেকে ফেরার টিকিট কাটলাম। বি.এম কলেজের রাস্তা দিয়ে এলাম। এবার আমাদের গন্তব্য পিরোজপুর। শহর থেকে অনেক দূর। সেখানে হোমায়ূন কবীরদার এক ছাত্র থাকেন। নেছারাবাদ থানার বড়কর্তা অর্থাৎ ও.সি. আবীর সাহেব। পৌঁছানোমাত্র আমাদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিলেন। ওনার অফিস চেম্বারে বসলাম। পরিচয় বিনিময় হল। প্রথমে ওনার স্যার হুমায়ূন কবীর মহোদয়কে পরম যত্নে তাঁরই পাশের চেয়ারে বসালেন। আমাদের জন্য সুন্দর আয়োজন ওনাদের মুখোমুখি। কিছুক্ষণ পর প্রত্যেককে এক গ্লাস করে ডাবের জল দিলেন। অনেকখানি রাস্তা—আমাদের প্রয়োজন ছিল। গরমও বেশ। তার পরেপরেই চার রকমের ফল দিলেন। পেয়ারা, কলা, পেঁপে, আম—প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে। এর কিছুক্ষণ পর ওই অঞ্চলের বিখ্যাত সন্দেশ খাওয়ালেন। চা-বিস্কুটের ব্যবস্থাও ছিল। এই পুলিশ স্টেশনটি একেবারে নদীর পাড়ে। নদীর নাম সন্ধ্যা। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে কথা উঠে এল। ওখানকার পরিবেশ, উনি কিভাবে সাধারণ মানুষকে ট্যাকল করেন তা বললেন। উনি জানালেন, ওনার এলাকার সকল মানুষের সঙ্গে উনি নিয়িমিত সংযোগ রাখেন। আলাপে বুঝলাম উনি জনসংযোগ বিষয়টি দক্ষতার সঙ্গে বজায় রাখছেন। শুনে ভীষণ ভালো লাগলো। ওনার স্যার

কলেজে কেমন সুন্দর ভাবে ক্লাস নিতেন তাও উঠে এল। এরপর আমরা নদীপথে নৌকা করে বেরিয়ে পড়লাম। দারুণ উত্তেজনা। বর্ষা কাল, নদী পূর্ণ। ওই অঞ্চলটি পেয়ারা চাষের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া এখানে বিলেতি আমড়ার চাষ হয়। এখন আমড়ার সাইজ একটু ছোট। কিছুদিন পরে বড় হবে। আর চাষ হয় কাগজি লেবুর। তিনটি ফলই প্রধান এই নদী অঞ্চলে। ফ্লোটিং পেয়ারা পার্ক এবং পিকনিক স্পট। ট্রলারে করে যেতে যেতে দেখলাম, বিভিন্ন জায়গায় মানুষেরা জড়ো হয়ে আনন্দ করে পিকনিক করে। আমরা নেছারাবাদ থেকে ভীমরুলা পর্যন্ত ঘুরেছি। আমরা যাবো বলে ওরা সুন্দর আয়োজন করেছে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যান সিধুন হালদার। আর ওসি সাহেব তো রয়েছেনই। কেউ কেউ বললো, অনেক পিকনিক পার্টি এসে অযথা গাছের ডাল ভেঙে ফেলে। তাতে গাছের ক্ষতি হয় ভীষণ। এজন্য বিভিন্ন স্থানে লিখে দিয়েছে আপনারা গাছের যত্ন নিন। এদের রক্ষা করতে সাহায্য করুন। এখানকার পেয়ারার স্বাদ অতুলনীয়। ভীষণ মিষ্টি। স্পট থেকে ফিরে এলাম। নদীর ধারে একটি জায়গায় এসে পেয়ারার বাজারে ঢুকলাম। কুড়িয়ানার যা নেছরাবাদ, পিরোজপুর অঞ্চলের সঙ্গে চেয়ারম্যান রয়েছেন। আমিও পেয়ারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বললাম। ফিরে এলাম নেছারাবাদ থানা প্রাঙ্গণে। অপূর্ব আয়োজন মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বরিশাল শহরের দিকে রওনা হব।

মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হল। তাতে গরমভাব অনেক প্রশমিত হল। আমরা বেলা সাড়ে তিনটায় রওনা হলাম। হোটেলে ফিরে এসেই একটু বিশ্রাম করে পোষাক পরিবর্তন করে সাড়ে ছটায় উপস্থিত হলাম বরিশালের একটি উল্লেখযোগ্য কলেজ প্রাঙ্গণে। অমৃতলাল দে কলেজ। সংবর্ধনা, সাহিত্যসভার আয়োজন। স্থানীয় বহু কবি-সাহিত্যিক, নাট্যব্যক্তিত্ব সঙ্গীত-শিল্পীরা হাজির ছিলেন। একটু বৃষ্টিপাতের জন্য লোকজনের রেশ একটু কম। তবু বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

প্রথমে আমাদের বসিয়ে সবার সঙ্গে আলাপপর্ব সারল। এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুলেখক সাংবাদিক ছড়াকার তপংকর চক্রবর্তী মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তারপর কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সহ বহু অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। দেখলাম অন্য কলেজের টিচাররাও হাজির হয়েছেন। একজন এসেছেন বি.এম. কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও কবি অলোকা সরকার। দেখা হল নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্য দলের কর্মকর্তা দেবাশিস চক্রবর্তী, বাসুদেব ঘোষ মহোদয়ের সঙ্গে। অনিতা পাণ্ডে, মিঃ আকাশ, বিমল চক্রবর্তী, শুভাশিস চক্রবর্তী সহ বহুজন। তরুণ কবিরাও রয়েছেন। কবিতাপাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম আমি। বর্ধমান জেলার সাহিত্যচর্চা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তুলে ধরলাম। হুমায়ূন কবীরদা, বিধানেন্দুদা, বরুণদা, দিলীপদা এবং বরিশালের লেখকেরা তাঁদের লেখা পড়লেন। প্রথমে স্থানীয় লেখকরা তাঁদের রচনা পাঠ করলেন, তারপর আমরা। বিমল চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সকলকে মিষ্টিমুখ করালেন। মজলিস দারুণ জমে ওঠে। উঠে আসতে প্রায় পৌনে দশটা হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট ছড়াকার দীপঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয়। তপনংকর চক্রবর্তী তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ ছড়া সংকলন বই আমাকে উপহারস্বরূপ দিলেন। বই দিলেন কবি অপর্ণা পাণ্ডে। আমার কাব্যগ্রন্থও তাঁদের দিলাম। হাতে পেলাম মিন্টু বসুর নাটকসমগ্র। উনি খুবই বড় মাপের নাট্যব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি ইহলোকে নেই। বইটি দিলেন দেবাশীষ চক্রবর্তী।

আজ ৩ আগস্ট আমাদের বাংলাদেশ সফরের শেষ দিন। রয়েছি প্রাণের শহর বরিশালে। নদীমাতৃক জেলা। জীবনানন্দ দাশের বিচরণভূমি। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের দিনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন এখানে। আরিফ ইসলাম, হুমায়ূন কবিরদা সকাল নটার সময় উপস্থিত হলেন। আমরা টিফিন খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সি.এন.জি করে বরিশাল জেলা, যাঁর তালুতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে সেই সাইফুল আহসান বুলবুলদার বাড়িতে। যিনি রাস্তায় ঘোরাফেরা করছেন আমাদের জন্য। ভীষণ প্রাণচঞ্চল। আমাদেরকে তাঁর বৈঠকখানায় সযত্নে বসালেন। আলাপপর্ব সারা হল। তাঁর ঘরে বরিশাল জেলার সমস্ত বিষয়ের বই মজুত রয়েছে। জানালেন কবি ও প্রকাশক আরিফ ইসলাম। বাস্তবেও তাই দেখলাম। কতভাবে কত পুরানো কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন।

আনিসুরদার বাড়িতে বুলবুলদাই নিয়ে গেলেন। তিনি একসময় ওই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। প্রায় দিনই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তাঁকে বরিশাল বিষয়ে বলতে হয়। যাওয়ার সময় উনি দেখালেন ব্রাহ্ম সমাজ আবাস গৃহ। যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং রামতনু লাহিড়ী ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে। আমরা মোবাইলবন্দি করলাম ওই বহু স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটিকে। তারপর রিক্সা করে আনিসুর রহমান স্বপনের বাড়িতে আমরা হাজির হলাম দুপুরে। চিনিয়ে নিয়ে গেলেন বুলবুলদা। স্বপনদা বেরিয়ে এলেন। পরিচয়পর্ব সারলাম। এরপর ওনার গুদাম ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ওনার লাইব্রেরিতে কম করে পুরানো নতুন মিলিয়ে দশ হাজারের উপর বইয়ের সমাবেশ। দেখলাম প্রাচীন বাংলা ভাষার পত্রিকার প্রথম সংখ্যাগুলি। রয়েছে হিকির গেজেট, সমাচার দর্পণ এবং সংবাদ প্রভাকরের প্রথম সংখ্যা। অতি দুর্লভ। দেখলাম বাংলাদেশ গঠনের পরে হাতে লেখা প্রথম সংবিধান পুস্তক। সকলের স্বাক্ষর। হুমায়ূনদা বললেন, তাঁর বাবা ও চাচার সই আছে এই গ্রন্থে। সঙ্গে বহু দুর্লভ পত্র-পত্রিকা এবং বইয়ের সমষ্টি দেখলাম। আমি বললাম সমস্ত বইয়ের তালিকা করবেন। উনি মেনে নিলেন। এখন সময় লাগবে। উনি নিরন্তর লেগে আছেন। উনি অনেক দিন ইরানের রেডিও সেন্টারে কাজ করেছেন সঙ্গে ওনার স্ত্রী আমাদের শেলী ভাবিজিও ওই রেডিও সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। আনিসুরদা বরিশালের জেলা সাংবাদিক এখন। তাঁর লাইব্রেটিাই এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান কর্ম। শেলীভাবী আমাদের সূচিশিল্প কাঁথা শিল্পের অনবদ্য শিল্পরূপ দেখালেন। নক্সী কাঁথার কারুকাজ গ্রামীণ গল্প কাহিনিকে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্প কাজকর্ম দেখলাম। তিনি দেখালেন তাঁর মায়ের তৈরি সূচি কাঁথা শিল্প যেখানে সূচ-সুতো দিয়ে তাঁর স্বামীর মুখ অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চোখ মুখ, নাক, মাথার চুলের বিন্যাস, দাড়ি এবং সর্বোপরি মুখের মধ্যে ভাবও খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। অরিজিন্যাল ছবিটিও দেখলাম। তুলনাহীন সৃষ্টি।

আমরা ফিরে এলাম সি.এন.জি করে। আমরা দেখতে এলাম চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। বিকেলে পৌঁছে গেলাম আমরা ব্রজমোহন কলেজে। যেখানে পড়াশুনা করছেন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাস এবং অধ্যাপনা করেছেন। আমাদের নিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের ঘরে। এক সজন প্রফেসর। ওখানেই খোলামেলা নানা কথা হল। প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান অধ্যক্ষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিল ইতিহাসে এম.এ করেছেন তা আমাদের জানালেন। পেয়ারা ফল এবং বিখ্যাত নিতাইয়ের দোকানের রসগোল্লা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করলেন।

সঙ্গে অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর হোসেনকে নিয়ে পুরো কলেজ ঘুরিয়ে দেখালেন। আমাদের হুমায়ূন কবীরতা তাঁর সময়ে এই কলেজের কথা বললেন। কেননা এই কলেজের উনি ছাত্র ছিলেন। নতুন বিল্ডিংগুলো দেখালেন। সন্ধ্যার সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচুর রয়েছে কলেজের মধ্যে। বিশাল এক হুকা দেখলাম। বিভিন্ন বিষয়ে কোন বিভাগ কোন বিল্ডিং-এ সবই দেখলাম। হোস্টেলগুলি দেখলাম। জীবনানন্দ ক্যাফে দেখলাম। কয়েকজন ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করলাম। ওদের সঙ্গে ছবি তুললাম বরুণদার মোবাইলে। শেষে পুরানো লাল বিল্ডিং দেখতে এলাম। যেখানে কবি জীবনানন্দ দাস পড়তেন এই যে ঘরে বসে পড়াতেন সবই সুন্দরভাবে দেখালেন। কবিবর দোতলায় বসতেন সেই ঘর দেখালেন। আমরা ফটো তুললাম। তারপর সকলে মিলে ব্রজমোহন কলেজ বিল্ডিং যেখানে ইংরেজি ও বাংলায় কলেজের নাম লেখা রয়েছে সেখানে সুন্দরভাবে গ্রুপ ফটো কয়েকটি তোলা হল। মনের কত অনুভূতি খেলা করছিল। তার কি সব প্রকাশ করা যায়? স্যারদের নমস্কার করে, আমরা বিদায় নিলাম। সেখান থেকে

সি.এন.জি ধরে ফিরে এসেই আবার রওনা হলাম বঙ্গবন্ধু উদ্যানে যেখানে কবি ও সম্পাদক শামীমা সুলতানা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখা হল। আড্ডা হল, শেষে সকলে মিলে ঠাণ্ডা পানীয় খেলাম। ওনার পত্রিকা দিলেন। গ্রুপ ছবি তুললাম। ত্রৈমাসিক 'পুষ্পকলি'-র কথা। বরিশাল প্রেস ক্লাবে গেলাম রাত সাড়ে আটটায়। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক হল। তারাশংকর চক্রবর্তীদা ছিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ হল। তারপর রাত নটায় হোটেলে ফিরে যার যার লাগেজ নিয়ে সি.এন.জি করে বেরিয়ে এলাম বরিশাল বাসস্ট্যান্ডে চাকলাদার পরিবহন বরিশাল ভায়া ফরিদপুর বেনাপোল-এর বাস রাত সাড়ে নটায় ছাড়বে। আমরা ঝটপট বাসে উঠে পড়লাম। হুমায়ূন কবীরদা আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের বাস ছেড়ে দিল। সাঁই-সাঁই বাস ছুটতে শুরু করলো। বরিশাল শহর পেরিয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশের রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর, কোথায় কোনো ভাঙাচোরা নেই। একসময় পেরিয়ে গেলাম আমার বাবা-মায়ের জন্মভূমি ও আমরা শিশুবেলা যেখানে কেটেছে সেই ফরিদপুর জেলা। মাদারিপুর ভাঙ্গাথানা সবই দেখলাম। রাতের খাওয়া সারলাম রাত দুটোয় বগুড়ার এক হোটেলে কেউ মাছ-ভাত খেল। আমি খেলাম গরম রুটি। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। রাত পৌনে চারটা নাগাদ যশোর জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত বেনাপোল বর্ডারে বাস আমাদের নামিয়ে দিল। সাড়ে ছটায় সীমান্তের চেকিং অফিস খুললো। কাস্টমস্-এর কাজ সারতে সারতে বহু সময় লাগলো। নো ম্যানস্ ল্যান্ড দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করলাম পেট্রাপোল-এ। সেখান থেকে চেকিং করে বেরোতে বোরোতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। সামান্য টিফিন করে টিকিট করে আমরা বনগাঁ থেকে শিয়ালদহের লোকাল ট্রেন ধরলাম। সাড়ে এগারোটায়। শিয়ালদহ পৌঁছলাম, ওখান থেকে আমাকে বরুণদা গেট পার করিয়ে দিলেন। মিনিবাসে হাওয়া স্টেশন, সেখান থেকে বেলা ৩.৩৫ মিনিটে বর্ধমান কর্ড লাইন লোকাল ধরে সন্ধ্যায় বর্ধমান স্টেশন পৌঁছলাম। সেখান থেকে টোটো ধরে বাড়ি আসতে আসতে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা হয়ে গেল। বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরলাম। আমার বাংলাদেশ সফর শেষ হল। কবি জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে—

"আবার আসিব ফিরে এই ধানসিড়িটির তীরে
এই বাংলায়...

(শেষ)

সি.আই.টি.ইউ-এর জেলা সম্মেলনের পূর্বে আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর, গলসী : সিআইটিইউ গলসী-২ নং এরিয়া কমিটির ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কালিশংকর পাল নগর (উড়া) ও বনমালী বাগদী মঞ্চে। সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা সি.আই.টি.ইউ-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মৃণাল কর্মকার, মুস্তাক হোসেন, রণজিৎ ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কার্তিক মণ্ডল প্রমুখ।

এদিনের সম্মলনে ১৫৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে শ্রমিক ১০৫ জন। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন মোট ৯ জন প্রতিনিধি। নতুন নির্বাচিত কমিটি হয় মোট ২৯ জনের। এই সম্মেলন হতে সম্পাদক ও সভাপতি পুনঃ নির্বাচিত হন মুস্তাক হোসেন ও নিখিলেশ দত্ত।

কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে শুরু হয় সি.আই.টি.ইউ কালনা-১ সমন্বয় কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরুণাভ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ১৩২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ৭৫ জন মহিলা। বিদায়ী সম্পাদক শেখ কুতুবুদ্দিনের পেশ করা খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, মুটিয়া মজদুর, ইটভাটা শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, মিড ডে মিল কর্মী, আইসিডিএস কর্মী, তাঁত শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, আশা কর্মী, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং, ভ্যান রিক্সা প্রভৃতি ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। আলোচনা শেষে পর্যবেক্ষণ মূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায়। শেষে আলিম শেখ-কে সভাপতি এবং শেখ কুতুবউদ্দিনকে সম্পাদক করে ২৭ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

প্রয়াত হলেন শ্যামলেন্দু মুখার্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৩ সেপ্টেম্বর : আজ দুপুরে শ্যামলেন্দু মুখার্জী প্রয়াত হয়েছেন। বয়স ৬৫ বছর। ২০০৬ সালে দুর্গাপুর স্টীল প্লান্ট হতে ডিউটি সেরে ফেরার পথে দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। হাত বাদ দিতে হয়। মাথায়ও চোট লাগে। তারপর হতেই অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দী ছিলেন। শ্যামলেন্দু মুখার্জির ডাক নাম ছিল ঠাকুর। মানকর বুদবুদ এলাকার খুব ভালো প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নেতা ছিলেন। ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর অবিভক্ত বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সিপিআই(এম)-এর বুদবুদ লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং বুদবুদ-গলসী জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। মানকরের পার্টিকে সংহত করে একটি শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। মানকরে কলেজ তৈরি,

টাউন লাইব্রেরি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, সাইদুল হক ও গলসী ১নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক হারাধন ঘোষ মানকর গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

প্রান্তজন—আত্মজন (৭২)

রত্না রশীদ

বহুকিছু ঘটে গেলো এই সপ্তাহে। এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফআই-এর এই শতাব্দীর এযাবৎ ঘটে যাওয়া উত্তাল, সংযমী, ডিসিপ্লিনড্ অভাবনীয় যৌবনের ইতিবাচক জন-জোয়ার ইনসাফ-সমাবেশে স্মরণকালের মধ্যে কক্ষনো দেখিনি। আর কী সতেজ-সবুজ-উজ্জ্বল নেত্রী মৌসুমী। গলার আওয়াজটা মিষ্টি অথচ ভেতর পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়। একটা ইতিবাচক সংগ্রামের যে উথাল-পাথাল আহ্বান তা দূরে অদূরে সব-খানে সবাইকে আনন্দে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। শৃঙ্খলাপরায়ণ এক বিপুল যুব জোয়ার প্রত্যক্ষ করলো দেশ। নিবেদিতপ্রাণ অগণন যুবশক্তির সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক জনসমাবেশ দেখলো পুরো দেশ। কারো ক্ষমতা হলো না নিন্দাবাচক টুঁ শব্দটিও করার। এই-ই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ব্যক্তি আমি বহুদিন পর নিশিন্ততার ওম পোহালাম।

'নিশ্চিন্ততা' শব্দটা বোধহয় এখানে সুপ্রযুক্ত হলো না। তার সঙ্গে আপাতঃ শব্দটা যোগ করা জরুরি। সমাবেশ সফল হয়েছে, তাতে আনন্দ পেয়েছি ঠিক, কিন্তু নিশ্চিন্তা অতো সহজে আসে না। আনিস হত্যার কোনো কিনারা হলো না। ওর কাকা, ভাই, পরিবারের ওপর লাগাতার আক্রমণ চলছেই। শুধু আনিস বা একা কেন, তৃণভোজী গুণ্ডাদল যে যে কমরেডদের হত্যা করেছে এযাবৎ, একটারও শাস্তি হলো না। তৃণভোজী মাতাল মরলে দু'লক্ষ টাকা পুরস্কার। নিশ্চিন্ততা কোথায়! দূর অস্ত!

আমার রাজনীতির কোনো প্রতিষ্ঠানিক পাঠ নেবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু সমাজে তো বাস করি। চোখের সামনে অহরহ দেখছি হিংস্র গুণ্ডাদের দাঙ্গাবাজি, এবং তারা শাসক আনুকূল্যে সুরক্ষিত। কেষ্ট নামের একটা ঠগ জোচ্চোর কোটি কোটি টাকা জমি, কোল্ডস্টোরেজ, গরু চালান আরো কতো কী কীসব বেআইনি কাজের গুণ্ডা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 'খুব ভালো' সার্টিফিকেট পায় প্রকাশ্য জনসভায়। এটা যে গুণ্ডারাজ্যের ডাকাতশ্রী-মুখ্যমন্ত্রী, এটুকু বুঝতে কোনো বিশেষ রাজনীতির শিক্ষা আবশ্যিক হয় কি? একটা মাত্র উদাহরণ দিলাম। শয়ে শয়ে দুর্নীতিবাজ, চোর জোচ্চোর, ঘুষখোর, খুনে গুণ্ডা ছেয়ে ফেলেছে সমাজটা ডাকাতশ্রী-মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে। আমার যুবশক্তি কমরেডদের তাই এখন কোনোরকম নিশ্চিন্ততার সুযোগ নেই, সামনে কেবলই বিস্তৃত পড়ে রয়েছে সমস্ত রকম নীতিহীনতা, গা-জোয়ারি খুন-খারাবি, জোর যার মুলুক তার, এমন বাস্তবিক মগের মুলুকের মাঠ, তোমাদের সুশৃঙ্খল আপ্রাণ সুনীতি সমৃদ্ধ পাল্টা লড়াইয়ের প্রতীক্ষায়।

বাঙালি উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। অথচ মানুষের যাপনে কোনো সামূহিক পরিবর্তন আমরা আনতে পারলাম না। গরিব দুঃখী খেতে-পরতে না পাওয়া মানুষের জন্য আমাদের নিষ্ফল ছিঁচকে কান্না কোনো কাজে লাগে না। কাকে একটা শাড়ি দিলাম, কি একটা ছোট্ট ফ্রক তা বিশাল সমুদ্রে ছাতু মুঠি। দারিদ্র্যের বিশাল তরঙ্গের সামনে উপহাস। দলবদ্ধভাবে সাম্যবাদী নীতি সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিতভাবে আমাদের ছাত্র-যুব শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো আমাদেরই। সমাজতান্ত্রিক রিলে রেসের ব্যাটনটা চাই। আমরা যা পেরে উঠিনি তোমরা তা অবশ্যই পারবে। পারবে এ দেশে নতুন সূর্যের ভোর আনতে। তোমাদের সেই উত্তরণ ও সাফল্য দেখে যেন আমি মরতে পারি। এর বেশি এই জীবনে আর কোনো চাহিদা নেই। এই আশাটুকু সম্বল করে প্রতিটা নিঃশ্বাস ফেলছি এখনো। কোনো উৎসবের কোনো ভাবে সামিল হতে পারি না, হবোও না যতদিন না তোমাদের হাত ধরে সুস্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ততদিন আমার কাল অশৌচ। জীবনে কোনো ৎসবের প্রবেশাধিকার নেই।

(চলবে)

প্রতিবন্ধী সম্মেলনীর সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রতিবন্ধী অধিকার আইন ২০১৬ সালে তৈরি হলেও তা যথাযথ ভাবে কার্যকরী হচ্ছে না। তার প্রতিবাদে আগামী ডিসেম্বর মাসে এন-পি-আর-ডি (ন্যাশেনাল প্লাটফর্ম ফর দি রাইটস্ অফ ডিসেবল্ড) সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে কালনা বাসস্ট্যান্ডে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর কালনা ইউনিটের উদ্যোগে এদিন বক্তব্য রাখেন সঞ্জিত মুখার্জি, অলোকনাথ, রায় স্বপন ব্যানার্জি প্রমুখ।

Change of Name & Address

I, Asoke Kumar Banerjee S/o Sailesh Chandra Banerjee Gargaraghat 2 No. Shyambazar, Burdwan, Dist. Purba Bardhaman-713104 by an affidavit before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman on 23th Sept. 2022 hereby declare that my actual name is Asoke Kumar Banerjee S/o Sailesh Chandra Banerjee. Ashok Banerjee, Asoke Banerjee, Asoke Kumar Banerjee is one & same identical person. Further I will be known as Asoke Kumar Banerjee everywhere.

জ্যোতি মুখার্জী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৪ সেপ্টেম্বর : সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সাহানুই গ্রামের প্রাক্তন যুবনেতা প্রাক্তন শাখা সম্পাদক জ্যোতি মুখার্জী (৬৩) সকাল ৬-৩০ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়। তিনি সমবায় আন্দোলন ও যুব সংগঠনর মধ্য দিয়ে পার্টিতে যুক্ত হয়েছিলেন ১৯৮৬ সালে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি পার্টির লোকাল কমিটির সদস্যও ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে সাহানুই গ্রামের তার বাড়িত সিপিআই(এম) পার্টির পক্ষ থেকে তার মরদেহে মাল্যদান করেন জয়দব মুখার্জী, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার সহ অসংখ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। তাঁর পরিবারে প্রতি পার্টির পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানো

হয়। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী আছেন।

গলসী ও মেমারিতে পঞ্চায়েতে কৃষকসভা ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাদা, ২৩ সেপ্টেম্বর : গলসী অঞ্চল কৃষক সভার ডাকে দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ৪টায় গলসী গ্রাম পঞ্চায়েত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সাইফুল হক, মুস্তাক হোসেন, অমিতাভ মণ্ডল, মনসিজ হোসেন প্রমুখ। স্মারকলিপি গ্রহণ করে প্রধান শাহনওয়াজ হোসেন জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে। উপরে যান। কৃষক সভার পক্ষ থেকে দাবিগুলি না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গোপগন্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান খেতমজুররা। ১০০ দিনের বকেয়া টাকা দেওয়া ও ১০০ দিনর কাজ অবিলম্বে চালু করতে হবে এই দাবি নিয়ে খেতমজুরা সাতদফার দাবির ভিত্তিতে গোপগন্তার-১ পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিলেন। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন শম্ভু ঘোষ, হামিম শেখ, অভিজিৎ কোঙার।

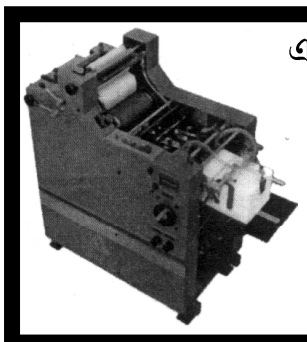

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা